এ. বি. এন. প্রডাকসন্সের

লব কুশ

আংশিক পেডাকলার

লব কুশ

এ, বি, এন প্রোডাকসন্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন॥

(আংশিক গেভাকালারে রঞ্জিত)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অশোক চট্টোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালনা : শ্রীকান্ত॥ প্রধান সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় উপদেষ্টা : **শ্রীভূপেন রায়**

প্রযোজনা : বাবুল ব্যানার্জী ও ননী দত্ত॥ কাহিনী সংকলন : ৺সুধীরবন্ধু বন্দোপাধ্যায়॥ গীতরচনা : গোপাল দাশগুপ্ত ও (দশবতার গানটির বিশেষ রচনা) গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার॥ চিত্র গ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্ত্তী॥ রঙীন চিত্র-গ্রহণ : অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা॥ শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরানী ও সুনীল ঘোষ॥ বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণ : দেবেশ ঘোষ ও অবনী চ্যাটার্জী॥ সংগীত ও শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী॥ সম্পাদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী॥ শিল্পনির্দেশনা : বটু সেন॥ দৃশ্যপট-শিল্পী : কবি দাশগুপ্ত ও রামচন্দ্র সিন্ধে॥ মৃৎশিল্পী : জিতেন পাল, ভোলানাথ কুণ্ডু ও প্রহ্লাদ পাল॥ রূপসজ্জা : সুধীর দত্ত॥ বিশেষ-রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী ও ত্রিলোচন পাল॥ সাজসজ্জা : গোবর্দ্ধন রক্ষিত॥ প্রধান কর্মসচিব : পশুপতি কুণ্ডু॥ স্থির চিত্রগ্রহণ : এডনা লরেঞ্জ॥ প্রচার : বি, ঝা।

পোষাক পরিচ্ছদ : চিত্রা ডেকরেটার্স ; নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ; ডি, আর, মেকআপ ও দি মেকআপ॥ পরিচয় লিপি : শচীন ভট্টাচার্য্য॥ ফুলসজ্জা : ইম্পিরিয়্যাল নার্সারী॥ আলোকসম্পাত : হেমন্ত, মনোরঞ্জন, অনিল, সুখরঞ্জন, বিনয়, দেবেন, নারায়ণ, ৺জগন্নাথ, হট, নব, ধনেশ্বর, রাম॥

কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত, মান্না, দ্বিজেন, সন্ধ্যা, আরতি, নির্মলা, শিপ্রা অধীর বাগচী, কৃষ্ণ সেন, বিনয় অধিকারী, সমীরকুমার, সলিল মিত্র ও বিমল ভূষণ।

নৃত্যে : গোপীকৃষ্ণ ও সবিতা চ্যাটার্জ্জী (বম্বে)

সহকারীবৃন্দ॥ পরিচালনায় : চঞ্চল ঘোষ, দীপেন ভট্টাচার্য্য, মানব ঘোষ॥ সংগীতে : অলোক দে, কৃষ্ণ সেন॥ চিত্রগ্রহণে : বীরেন ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর গুহ, শব্দ গ্রহণে : সিদ্ধিনাগ, মনোরঞ্জন মুখার্জ্জি॥ শব্দ-পুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই॥ সম্পাদনায় : রাধাকান্ত প্রামানিক॥ শিল্প-নির্দ্দেশনায় : গোপী সেন। পট-শিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য॥ রূপসজ্জায় : বিজয়, দেবু॥ সাজসজ্জায় : পূর্ণেন্দু, সাধন॥ ব্যবস্থাপনায় : মদনমোহন, টপ বাহাদুর, বাচ্চু, রামচন্দ্র।

ইন্দ্রপুরী ও রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত, মোহিনী তরফদারের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত, এবং টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে শব্দ পুনর্যোজিত।

সংগীত

(১)

রিন ঝিন্ রিন্ ঝিন্ বাজে যেন বীন,
বাজে যেন হিয়া গহনে।
চাঁদের চোখে আজ কিসের মায়া,
মায়া-ভরা জোছনার আঁচল ছায়া।
মুকুল জাগার গান দোল দিয়ে যায়
দোল দিয়ে যায় পারুল বনে।

(২)

শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম
কালাত্মকপরমেশ্বর রাম॥
শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম
ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম॥
মঙ্গল কর জয় মঙ্গল রাম
সঙ্গতশুভবিভবোদয় রাম॥
আনন্দামৃতবর্ষক রাম
আশ্রিতবৎসল জয় জয় রাম॥

(৩)

জয়—
দ্যুলোকে ভূলোকে অন্তরীক্ষে—
গাহ জয় গাহ জয়।
হের তমসার তীরে সূর্যশিশুর
পুণ্য অভ্যুদয়;
এস আনন্দ দুঃখ তিমির বিদারী
এস মঙ্গল— কল্যাণ কর প্রসারি।
নব জাতকের ভালে এঁকে দাও
তিলক জ্যোতির্ময়।
গাহ জয় গাহ জয়॥

(৪)

ঘর ভরেছে আলোয় আলোয়
মন ভরেছে গানে (আহা)
আনন্দ আজ বাঁধ ভেঙ্গেছেরে—
ওরে বাঁধ ভেঙ্গেছে
ডেকেছে বান প্রাণেরে।
সাত-রাজার ধন একটি মানিক,
মোদের আছে দুটি ; (ওরে)
দেখরে চেয়ে এই আঙ্গিনায়
স্বর্গ লুটোপুটি (আহারে)।
তমসা নদীর ঢেউ নাচে আজ
মন্দাকিনীর তানে (আহা রে॥
সূর্য্য যেন পথ ভুলেছে
চাঁদ কোথা আকাশে ! এইখানে রে—
এইখানে—
রাজার পুরী হার মেনেছে
তপোবনের পাশে।
থেই থিয়া থেই তোল্‌রে মাতন
মাদল বাঁশী বাজা,
বকুলছায়ে ফুল—দোলনায়
দুল্‌বে যুগল রাজা। (আহারে)
এমন রাজা কে পেয়েছে
কোন দেশে কোন খানে।

(৫)

মনরে, পরম রতন মহানাম।
প্রণত-পাল প্রভু পাপ-বিমোচন,
করুণা ঘন কমলকলিলোচন,
নিত্য-নিরঞ্জন ত্রিতাপ-ভঞ্জন
সুন্দর নবদুর্বাদল শ্যাম।
রাম রাম জয় রাম ॥
দীনশরণ প্রভু দেব অরিন্দম,
পরমেশ্বর পরম পুরুষোত্তম,
ত্রিকাল নন্দিত রবিশশী বন্দিত
চরণে বিলুণ্ঠিত বৈকুণ্ঠ ধাম
রাম রাম জয় রাম ॥

(৬)

পুণ্য সরযূ তীরে অযোধ্যানগরে,
একদা বাজিল শঙ্খ প্রতিঘরে ঘরে ॥
চৈত্র মাসের সেই নবমী তিথিতে,
স্বর্গ হ'তে পুষ্প বৃষ্টি হ'ল চারিভিতে ॥
রাম রূপে জন্মিলেন দেব নারায়ণ,
তাঁহারি চরিত গাথা গাহি রামায়ণ ॥
আর্ত্ত—তারণ রাম কৌশিক ইচ্ছাতে,
তাড়কা নিধন করি গেলা মিথিলাতে ॥
হরধনু ভাঙ্গি রাম জিনিলেন সীতা,
সতীকুল পূজ্যা নারী জনক দুহিতা ॥

(৭)

ছুটিল পুষ্পক রথ শূণ্য পথচারী,
রাম সীতা লয়ে বক্ষে লঙ্কাপুরী ছাড়ি ॥
শুনিল অযোধ্যাবাসী রাম এল ফিরে
জ্বলিল বরণদীপ প্রাসাদে কুটিরে ॥
অভিষেক শঙ্খ ভেরী ধ্বনিল গগনে,
রাম সীতা বসিলেন রাজসিংহাসনে ॥
রাম রাজ্য স্বর্গরাজ্য সুখী সর্বজন,
প্রজা রঞ্জন ব্রত সাধেন রাজন ॥
রামভক্ত প্রজা তবু করে কানাকানি,
রাবণ কলঙ্কিতা কেন রাজরাণী ॥
সহিতে পারেনা রাজা বিন্দু অপযশ,
সীতারে করিতে ত্যাগ করিলা মানস ॥
মিথ্যা হ'ল সত্য ধর্ম লোকনিন্দা ভয়ে,
প্রেম দয়া না রহিল রাঘব হৃদয়ে ॥
তীর্থ যাত্রা ছল করি সরলা নারীরে
নির্বাসনে পাঠাইলা তমসার তীরে ॥

(৮)

বিজন-অরণ্যে কাঁদে অভাগিনী সীতা,
সর্বসহা ধরণীর দুখিনী দুহিতা ॥
এ দুখের নাই কেন শেষ,

পতি বুঝিল না হায়
কেন সতী বনে যায়
রাজার দুলালী কেন ধরে তাপসিনী
বেশ।
কিবা তার ছিল দোষ ;
রাবণের মত রোষ—
বন্দী করি রাখে তারে দীর্ঘ দশমাস।

অগ্নি যারে না পরশে
বল তারে কোন দোষে
মিথ্যা অপবাদে দহে লোকনিন্দা ত্রাস।
লভিতে প্রজার স্তুতি
সত্য হ'ল হোমাহুতি,
রাজধর্মে নাই কেন ন্যায় ধর্ম লেশ।
এ দুখের নাই কেন শেষ—নাই কেন
শেষ।

(৯)

—: দশাবতার গান :—

মীন :— অকূল সাগরে প্রলয়ের ঢেউ উচ্ছল হ'ল যবে,
আর আশা নাই বুঝিবা ধরণী এবার ধ্বংস হবে।
তুমি মীনরূপ লয়ে প্রভু
দুটি হাতে বেদ তুলে ধরিলে ;
এই পৃথিবীরে তুমি তো রক্ষা করিলে—
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তি ভরে
জয় জগদীশ হরে ॥

কূর্ম্ম :— সাগর মন্থনে যবে দানবেরা পেল বিষ
দেবতারা অমৃতের সুধা,
তারই পরিণামে ভারসাম্য হারাল বসুধা।
তুমি কূর্মের রূপ লয়ে,
প্রভু রক্ষা করিলে এই ধরণীরে
পৃষ্ঠে তব বয়ে—
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তি ভরে,
জয় জগদীশ হরে ॥

বরাহ :— হিরণ্যাক্ষ মহাসুর পাতাল পতি
ভয়াল অতি—
প্রবল প্রতাপে তার কাঁপে বসুমতি,
প্রভু তুমি বরাহের রূপ ধরে
দন্তপরে রাখি পৃথিবীরে—
ত্রাতা হলে মহাসুর নিধন করে।
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তিভরে
জয় জগদীশ হরে।

নৃসিংহ :— হিরণ্যকশিপু যার ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
প্রহ্লাদ কহিছে ডেকে ভক্তের ভগবান
কর মোরে ত্রাণ—
প্রভু তুমি দেখা দিলে
নৃসিংহ মুরতি নিলে
হিরণ্যকশিপু বক্ষে উগ্রনখহানি
তারে যে বধিলে।
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তিভরে
জয় জগদীশ হরে ॥

বামন :— বলিরাজ যবে করিল স্বর্গ জয়
বামণের রূপে ঘুচালে যে প্রভু
দেব দেবীদের ভয়—
স্বর্গে মর্ত্তে দুটি পদ রাখি তৃতীয় চরণ তুমি।
তার মস্তকে রাখি নাশিলে বলিরে
চাহিয়া ত্রিপাদ ভূমি ;
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তিভরে
জয় জগদীশ হরে ॥

পরশুরাম :— ক্ষত্রিয় চাহিল যবে মিথ্যা মোহ লয়ে,
গায়ত্রী মন্ত্রের শক্তি যাক লুপ্ত হয়ে।

ভৃগুরূপে তুমি হে পরশুরাম,
তোমার কঠিন হাতে—
পাপ তাপ যত নাশিলে যে প্রভু ;
কঠোর কুঠারাঘাতে !
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তিভরে
জয় জগদীশ হরে ॥

রাম :— রাবণের বিক্রমে লাঞ্ছিত নরনারী,
কহিল এ পাপ প্রভু আর না সহিতে পারি।
এলে রাম রঘুপতি
বধিলে যে রাবণেরে
মুক্ত হ'ল বসুমতী।
প্রণাম তোমায় করি গো ভক্তিভরে
জয় জগদীশ হরে ॥

বলরাম :— জীবন ধারণ কারণে প্রভু দু'মুঠো অন্ন চাই,
যদি কোনদিন বোঝে গো মানুষ—
তবুও উপায় নাই।
রাম তুমি হলধর রূপে
দেখা দেবে পৃথিবীতে—
কর্ষণে মাটি ফসলে যে ভরে দিতে।
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তিভরে
জয় জগদীশ হরে ॥

বুদ্ধ :— যবে কলুষিত হবে ধরা হিংসায়,
শ্রুতি আর যজ্ঞ হবে জানি ধ্বংস
পাপেরি তমসায়—
রাম তুমি বুদ্ধরূপে
অহিংসা প্রেমের তরে
আসিবে এ ধরা পরে।
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তিভরে
জয় জগদীশ হরে ॥

কল্কী :— মিথ্যারে করিতে সংহার
রাম তুমি কল্কীরূপে
আসিবে এ ধরাতে আবার।
প্রণাম তোমায় করিগো ভক্তিভরে
জয় জগদীশ হরে ॥

কাহিনী

অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের ভাবী বংশধরের আগমন বার্ত্তা অবশেষে ঘোষিত হল। শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে অভিনন্দন জানিয়ে, তাঁর বহুদিনের বাসনা তপোবন-পরিভ্রমনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অযোধ্যাপুরীতে নেমে এল আনন্দের বন্যা। কিন্তু উৎসবের আরম্ভেই হঠাৎ সুমঙ্গলের পরিত্যক্তা স্ত্রী শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে সীতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল।

বিচারসভায় জানা গেল, অযোধ্যাবাসী সীতার চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করে। ফলে সীতাকে গ্রহণ করতে তারা কেউ রাজী নয়। প্রজানুরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্র চিরদিনই আদর্শবাদী। সত্যনিষ্ঠ প্রজার কল্যাণ কামনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। তাই নিদারুণ দুঃখের মধ্যে সতী সাধ্বী সীতাকে তিনি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশানুযায়ী লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মিকীর আশ্রমে রেখে এলেন।

নারীর কল্যাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি সীতা স্বামীর মঙ্গলের জন্য এ কঠোর নির্দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। মহর্ষির আশ্রমের প্রতিটি ধূলিকণার মধ্যে সীতা পেলেন রাম নামের মাহাত্ম্য। এক সময় এই অরণ্যে অযোধ্যার ভাবী বংশধরদ্বয় ভূমিষ্ঠ হল দেবতাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। বাল্মিকী নাম রাখলেন **"লব-কুশ"**।

বাল্মিকীর শিক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণে সীতার এই দুই শিশু পুত্র ক্রমে বড় হয়ে ওঠে। মহর্ষি লবকুশকে সর্বশাস্ত্রে, সর্বঅস্ত্রে পারদর্শী ক'রে অমর কাব্য রামায়ণের সুর কণ্ঠে গেঁথে দিলেন।

এদিকে সীতার বনবাসে শ্রীরামচন্দ্রের রাজকার্য্যে শিথিলতা দেখে কুলগুরু বশিষ্ঠ অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ নিয়মানুসারে নির্ম্মিত হ'ল স্বর্ণসীতা। অশ্বভালে জয়টিকা পরিয়ে শত্রুঘ্ন যাত্রা করলেন পৃথিবী পরিক্রমায়। নানা দেশ-বিদেশ পরিক্রমার পর যজ্ঞ-অশ্ব অবশেষে উপস্থিত হ'ল বাল্মিকীর তপোবনে। ভবিতব্য পূর্বাহ্নেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব লব কুশের হাতে বন্দী হওয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বাল্মিকী ও দেবতাদের আশীর্বাদে অসীম শক্তিধর 'লব কুশ' একে একে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও তাদের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে আসেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র, কিন্তু তিনিও পরাস্ত হলেন লব কুশের শরাঘাতে।

চিত্রকূট থেকে মহর্ষি ছুটে আসেন। তাঁর এতদিনের আশা এবার পূর্ণ হল। তিনি রাম সীতার মিলন চাইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের আমন্ত্রণে মহর্ষি বাল্মিকী লব কুশকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন অযোধ্যার যজ্ঞশালায়। যজ্ঞস্থলে লব কুশ জানতে পারে তাদের পিতৃ পরিচয়—আর অভাগিনী সীতাই তাদের জননী। ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে অযোধ্যানগরী। তারপর ?

* রূপায়ণে *

—নাম ভূমিকায়—

মাঃ শঙ্কর ও মাঃ সুশোভন

তীর্থঙ্কর রায়, মুনমুন।

চরিত্রচিত্রণে : অনিতা গুহ, অসিতবরণ, শঙ্করনারায়ণ (এ্যাঃ), প্রবীরকুমার আশীষকুমার, মিহির ভট্টাচার্য্য, ও মলিনা দেবী, তপতী ঘোষ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ মুখার্জী, ও পশুপতি কুণ্ডু।

সহ চরিত্রচিত্রণে : মুকুন্দ চ্যাটার্জী, অসিত ব্যানার্জী, বিষ্ণু দত্ত, সুবল দত্ত, নবু লাহিড়ী, বলাই মুখার্জী, খগেশ চক্রবর্ত্তী, দীলিপ চৌধুরী, অজয় চক্রবর্ত্তী, প্রণব সেনগুপ্ত, সূর্য্য হাজরা, অভয় দাস, রঞ্জিত দাস, সুধীর সিংহ হীতেন, মলয়, মৃণাল, নিখিল, লালবাহুর, বাসুদেব, সুধীর, নীলমণি, মাধব মুখার্জি, প্রিয়া চ্যাটার্জী শাশ্বতী মুখার্জী, মণিকা অধিকারী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, অঞ্জনা ঘোষাল, মায়া হালদার, সুতপা মজুমদার, মিনু চৌধুরী, রুণা চৌধুরী, করুণা দে, গীতা গুপ্ত, জ্যোৎস্না মুখার্জী, মঞ্জুশ্রী, বুলবুল, ইন্দ্রাণী, মানা, পলি, দীপ্তি, শিপ্রা, ডলি, গায়ত্রী ও আরও পাঁচশতাধিক শিল্পী।

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ (মহিষাদল), রথীন্দ্রনাথ ঘোষ, কীর্ত্তন কলানিধি) গোপাল কৃষ্ণ রায়, দলীন্দর সিং (চিরকুণ্ডা) পি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং (দেওঘর) জিওন টকিজ (গিরিডি) মাধব ঘোষাল, কালীপদ সেন, রাধেশ্যাম ব্যানার্জী, ভূপেন সরকার, অসীম পাল, সুধীর চ্যাটার্জী, নিমাই মুখার্জী, চিত্রভানু ব্যানার্জী, শূলপাণি ব্যানার্জী, অশোক দাশগুপ্ত ও জীবন রতন ঘোষ।

বিশ্ব পরিবেশনা : গোল্ডউইন পিকচার্স

সুমুদ্রণ, ১০৪ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯